চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১২ ফেব্রুয়ারি'২০২৪খ্রি.

অমর একুশে বই মেলায় প্রফেসর ড মোহিতুল আলম নজরুল আমাদের সামনে সাম্যবাদের চেতনা নিয়ে এসেছেন

সাম্য, সম্প্রীতির কবি নজরুল, তাঁর হৃদয়মাধুর্য দিয়ে সব শ্রেণিবৈষম্য দূর করতে চেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড মোহিতুল আলম। তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের মানবিকতাকে, চেতনাবোধকে জাগ্রতকরেছেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদাকে দেখেছেন, ধর্মের দিককে আগে তুলে ধরেননি। বাঁচার অধিকারের দিকটিকে ধর্মের সুন্দর জায়গার দিক থেকে দেখেছেন। এভাবে নজরুল আমাদের সামনে সাম্যবাদের চেতনা নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন,'তাঁর ়ঁড়ঃ;বিদ্রোহী #৩৯; কবিতাটিও বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারাকে বদলে দিয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবহের বাইরে অনেকেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফলকাম হননি, নজরুল তা হয়েছিলেন। সোমবার বিকালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদ ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় অমর একুশে বই মেলা মঞ্চে নজরুল উৎসবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি ও সাংবাদিক বিশ্বজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মো:রেজা। আলোচনা সভা শেষে দলীয় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন নজরুল কালচারাল একাডেমি, নৃত্যম একাডেমি, নৃত্য নিকেতন,নজরুল সঙ্গীত শিল্পী মানু মজুমদার, মিতা দাশ,রচিতা চৌধুরী ও তাপস বড়ুয়া। ড.মোহিতুল আলম বলেন, বাঙ্গালির চিত্ত জাগরণকারী এক আশ্চর্য মানুষ নজরুল সাহিত্যকনার অবসান ঘটিয়ে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালী মিলে মিশে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার এক নতুন সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কবি।সেটাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের ভিত্তি। নজরুলের যে সাম্যবাদ চিন্তা, তা বর্তমানে সারা বিশ্বের জন্যই জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি এই চেতনা তরুণদের মধ্যে লালন করা এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

উদ্ধার করা সড়ক অবৈধ পুনর্দখল ঠেকাতে চসিকের অভিযান

নিউমার্কেট মোড় থেকে ফলমন্ডিতে পুনর্দখল ঠেকাতে অভিযানে চালিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত চালানো অভিযানে নেতৃত্ব দেন চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরীন ফেরদৌসী, চৈতী সর্ববিদ্যা, মো. সাব্বির রহমান সানি। অভিযান সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা জানান, "রাস্তা, নালা ও ফুটপাত দখল করা প্রায় তিনশ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছি আমরা। এসময় অবৈধ দখলদাররা বাধা দিলে আমরা পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। পুনর্দখল ঠেকাতে মনিটরিং চলমান থাকবে।"উচ্ছেদকালে অবৈধ দখলদারদের আকস্মিক হামলায় ৩ পুলিশ ও চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের ৪ কর্মী আহত হন। দখলদাররা ২টি ডাম্প ট্রাক, ১টি পিকআপ ও চসিকের বিদ্যুৎ উপ-বিভাগের ১ টি এরিয়াল লিফট ভাংচুর করে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮